নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ

ঘ্যাঁ-ঘ্যাঁ!
ঘ্যাঁ নয় হ্যাঁ। দেখবি টাকের জগতে আমি একেবারে বিপর্যয় ঘটিয়ে দেবো।
টাক বলতে আর কিছু থাকবে না। যাদের একমাত্র টাক, তাদের মাথায় দুব্বোঘাসের মতো চুল গজাবে। আর চুলো মাথায় লাগালে তাদের আর একটা চুলও উঠবে না।
ওরে বাবা! শুনেই তাজ্জব লাগছে! কিন্তু সেটা কি করে হবে?
হেঃ,হেঃ! কি করে হবে? হবে আমার তৈরি একটা ভেষজ তেল লাগিয়ে।
কিন্তু সেই তেল তুমি তৈরি করবে কি দিয়ে?
আরে সেই যুগান্তকারী ফরমুলাই তো আমার করায়ত্ত!
কিন্তু সেই ফরমুলা তোমার করায়ত্ত হলো কেমন করে?
ওঃ সেও এক আশ্চর্য ঘটনা! তাহলে বলি শোন। কাল বিকালে নদীর দিকে বেড়াতে যাচ্ছি দেখি গাছতলায় এক সাধু। এগোতেই পেছন থেকে ডাক পড়লো—
দাঁড়াও বৎস!
আমাকে বলছেন?

হ্যাঁ বৎস, তোমাকেই ডাকছি। আমার কাছে এসো! মনে হচ্ছে আমি তোমাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি!
আমাকে! কেন?
বোসো বৎস! তোমার সঙ্গে আমার কিছু গোপনীয় কথা আছে।
এবার বলুন আপনার কি কথা আছে।
বলছি। আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি তুমি খুব প্রতিভাধর। ভবিষ্যতে তুমি দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে। আর প্রচুর অর্থশালী হবে।
আমার গুরু মহারাজ ধ্যান যোগে তোমার মতন একজন সুলক্ষণ যুক্ত প্রতিভাধরের বর্ণনা দিয়ে আদেশ করেছিলেন জিনিষটা দিতে। এখন মনে হচ্ছে তোমারই বর্ণনা দিয়েছিলেন।
কে আপনার গুরু সাধুজী? তিনি এখন কোথায় আছেন?
আমার গুরু শ্রীশ্রীমৎস্বামী ফেরেব্বাজানন্দজী মহারাজ! তিনি এখন হিমালয়ের দুর্গম গুহায় ধ্যান মগ্ন।
তিনি কি জিনিষ দিতে বলেছিলেন সাধুজী?
সেই জন্যেই তো তোমাকে ডাকলাম বৎস! আমার শ্রীশ্রীমৎ গুরু টাক নিরাময়ের একটি অব্যর্থ ভেষজ বস্তু দীর্ঘদিনের সাধনায় আয়ত্ত করেছেন। তাঁর সেই সাধনালব্ধ জিনিষটি সবার উপকারে লাগাতে পারে এরকম উপযুক্ত লোকের হাতে দেবার জন্যই আমাকে পাঠিয়েছেন!

ঐ বস্তুটি ব্যবহার করলে চকচকে টাকেও চুল গজাবে?
বর্ষাকালে মাঠে যেমন ঘাস গজায় তেমনি টাক মাথা ঘন চুলে ভরে যাবে। গুরুজীর নিজের শরীরের ওপর পরীক্ষা করে করে তাঁর সর্বাঙ্গ এখন ঘন চুলে ভর্তি।
তাহলে দিন আমাকে সেই জিনিষটি।
তোমাকে দেবার জন্যেই তো এতো ঘুরেছি খগেন! কি কি দ্রব্যে এটি প্রস্তুত হয় তা একটা কাগজে লিপিবদ্ধ করা আছে। কিন্তু একটা নির্দেশ আছে। এটি হস্তান্তরের সময় কিঞ্চিৎ দক্ষিণা প্রয়োজন।
তা হলে আগামী কাল এসে নিয়ে যাবো।
ভাই ফন্টের কাছ থেকে ধার নিয়ে দক্ষিণা দিয়ে এই মূল্যবান ফরমুলা নিয়ে এসেছি।
দারুণ জিনিস! আজকের টেকো মাথা কাল চুলে ভর্তি।
শোন নন্টে! তুইও কিছু ক্যাপিট্যাল ছাড়বি। উপাদান কিনতে হবে। তারপর জিনিষটা তৈরি হলে শিশিতে ভরে তোরা ক্যানভাস করবি। অবশ্য তার জন্যে ভালো কমিশন পাবি।
ঠিক আছে কেলুদা! টাক থেকে এবারে টাকা উপার্জন হবে।
এক টাকে চুল গজালে সব টেকো আমার এই তেল কিনবে। আবার যাদের চুল উঠে টাক পড়ার ভয় আছে তারাও কিনবে।

বুঝলি, এই টাকের জন্যেই আমি অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবো। লোককে আর দুপাশের গাছা চুল টেনে টাক ঢাকবার নিষ্ফল প্রয়াস করতে হবে না। সবাই ফুরফুরে চুল নিয়ে ঘুরবে। আর আবিষ্কারক হিসেবে আমার নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।
মশলাটা একবার দেখাবে না কেল্টুদা?
উঁহু, গুপ্ত তথ্য কাউকে জানাতে নেই।
পরদিন
ইস্! বিচ্ছিরি একটা দুর্গন্ধ আসছে কোত্থেকে বলতো?
বাগানের দিক থেকে মনে হচ্ছে।
ঐ ভাঙাচোরা জিনিষ রাখার ঘরটা থেকে গন্ধ বেরোচ্ছে!
ওখান থেকে কে এমন গন্ধ ছড়াচ্ছে বলতো?
এসে গেছিস। আমারও প্রায় তৈরি হয়ে এলো। কেউ যাতে না জানতে পারে তাই এখানে এসেছি।
তুমি! কিন্তু কি বিদঘুটে দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে কেল্টুদা!
গুলি মার দুর্গন্ধে! মহৎ জিনিষ ওরকম একটু আধটু হয়ে থাকে। তোরা এবার এগুলো কয়েকটা শিশিতে ভরে ফ্যাল, তারপর তোরা দুজনে এগুলো নিয়ে বেরোবি। আর আমি এদিকে তৈরি করতে থাকবো।
আঁচ্ছো!

একটা লাগালেই নাম ঠিক করো কেল্টুদা!
ঠিক বলেছিস। এর নাম দিলুম টাকের দুশমন
পরদিন
চল, পার্কের ভেতরে গিয়ে বসি। পোস্টারটা নিয়েছিস তো?
হ্যাঁ, এই যে নিয়েছি। গিয়ে দেয়ালে সেঁটে নিতে হবে।
টাকের দৌরাত্ম্যে যাদের মাথা ফাঁকা বা যাঁরা চুল উঠে টেকোর দলে নাম লেখাতে চলেছেন তাঁরা আমাদের এই—
টাকের দুশমন প্রয়োগ করুন। দেখবেন দুদিনেই টাক ফাঁকা হয়ে চুল গজিয়ে উঠবে। দামও বেশী নয় মাত্র দুটাকা।
টাকের দুশমন
ঠিক কাজ দেবে তো হে ছোকরা?
অব্যর্থ! মাথা ছাড়া কোথাও লাগাবেন না। যেখানেই লাগবে চুল গজাবে।
মাথার চুল ওঠা বন্ধ হবে তো হে?
নিশ্চয়! এতো শক্ত হবে যে একটি চুলও টেনে তুলতে পারবেন না।
আর যা চুল উঠেছে তার দ্বিগুণ হবে।
দারুণ সেল হয়েছে মাইরি! আরো থাকলে আরো হতো। কাল আবার এখানেই আসবো।
কেল্টুদাকে বলবো প্রোডাকশন বাড়াতে। পুজোর আগে ভালোই কমিশন পাওয়া যাবে।

টাকের দুশমন'এর প্রথম দিনের আমদানী তো দারুণ রে! লাগিয়ে যারা উপকৃত হবে দেখবি এর আবিষ্কর্তাকে তারা নিশ্চয়ই অভিনন্দন জানাবে এত বড় একটা সমস্যা দূর করার জন্যে।
আমাদের আসলটা আর কমিশনটা দাও
তোরা খুব চট্‌ করে ধৈর্য হারিয়ে ফেলিস। আরো কিছুদিন ক্যানভাসিং কর, তারপর একসঙ্গে নিবি। আমি এখন ল্যাবরেটরিতে যাচ্ছি।
দেখলি, সব পকেটে পুরে ফেললো।
পরদিন
আসুন এক শিশি টাকের দুশমন কিনে টাকের সমস্যা দূর করুন।
এক শিশিতেই কার্য সিদ্ধি। আসুন নিয়ে যান।
একেবারে ওল মাথা কাস্টমার মেরে!
আসুন। এক শিশিতেই আপনার মাথার চেহারা পাল্টে যাবে।
চিনতে কষ্ট হচ্ছে। সবারই কথা। মাথার চেহারা পাল্টেছে যে। এটা দেখো তো।
এবারে নিশ্চয় চেনা চেনা লাগছে
হ্যাঁ। কাল আপনি এক শিশি টাকের দুশমন কিনেছিলেন।
ঠিক। তারপর ওটা ব্যবহারের আগে এটা পরো

দেখুন না মশাই! কাল আমিও একশিশি কিনে রাত্রে মাথায় লাগিয়ে হাতটা গোঁফে পুঁছেছিলুম। সকালে দেখি গোঁফ সমেত মাথার চারপাশে যে কটি চুল ছিল ঝরে গেছে। এই বয়সেই সিংহবাবু!
আমরা তৈরি করি নি। কেল্টুদা করেছে।
কোথায় কেল্টুদা, চল।
কোথায় তোদের প্রতিভাধর কেল্টুদা! একটু অভিনন্দন জানিয়ে যাই।
এ তো কেল্টুদার ল্যাবোরেটারি
কেল্টুদা তোমাকে দুজন লোক ডাকছেন।
নিশ্চয় অভিনন্দন জানাতে। চল্।
তোমার নাম কেল্টু? টাকের দুশমন তোমার তৈরি
হ্যাঁ, কিন্তু আপনারা আমার আবিষ্কৃত জিনিষে উপকৃত না হয়েই ছুটে অভিনন্দন জানাতে এলেছেন! এতে আমি খুবই—
আনন্দিত— আঁ-আঁ-আঁ!
এ একি রকমের অভিনন্দন
ছোকরা চিটিংবাজ! দ্যাখ এবার তোর টাকের দুশমন তোর মাথাতেই প্রয়োগ করবো। নিয়ে আসুন সব শিশি।
নন্টে, ফন্টে! হেল্প!
এতোক্ষণে বোধ হয় সব টাকের দুশমন কেল্টোর মাথায় হয়ে গেছে। কি বলিস ফন্টে?
তা এয়েছে। সেই সাধু ব্যাটা একটা চিটিংবাজ! কেল্টোকে ঠকিয়েছে। আর মাঝখান থেকে আমাদের জমানো ক্যাশও সাফ হয়ে গেলো।